মেহেরপুরে সরকারি অধিদপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন বিষয়ে উঠান বৈঠক

মেহেরপুরে ফ্যামিলি ও কৃষি কার্ড বিতরণ প্রক্রিয়া এবং সরকারের বিভিন্ন অধিদপ্তরের সঙ্গে জনসাধারণের যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপন বিষয়ে একটি উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রোববার সকাল ১১টার দিকে স্থানীয় সিডিপি (সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড পিস) কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে এ বৈঠকের আয়োজন করা হয়।

এলআরডির সহযোগিতায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সিডিপির চেয়ারম্যান উম্মে হানি চায়না।

সিডিপির প্রজেক্ট ডিরেক্টর জন প্রবঞ্জন বিশ্বাসের সঞ্চালনায় বক্তব্য দেন সদর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা আবু সালেহ, সাংবাদিক দিলরুবা খাতুন এবং সদর উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের ইউনিয়ন সমন্বয়কারী মোস্তফা মইমসহ অন্যান্যরা।

বৈঠকে বিভিন্ন এলাকার পিছিয়ে পড়া নারীরা অংশ নেন।

বক্তারা বলেন, ফ্যামিলি ও কৃষি কার্ড তৈরির জন্য কোনো ধরনের দালাল বা মধ্যস্থতাকারীর কাছে টাকা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। সেবাপ্রার্থীদের সরাসরি সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরে যোগাযোগ করার আহ্বান জানানো হয়।

তারা আরও বলেন, কার্ডধারীরা নিজস্ব ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে সরকারি সকল সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন।

মেহেরপুরে ৯ বছরের শিশু ধর্ষণ মামলায় যুবকের মৃত্যুদণ্ড

মেহেরপুরে ৯ বছরের শিশুকে ধর্ষণের দায়ে শাকিল হোসেন (২৪) নামের এক যুবকের মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত। মাত্র ২৯ কার্যদিবসে ধর্ষণ মামলার রায় ঘোষনা করা হলো বলে দাবি রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীর।

রোববার (২৪ মে) দুপুরে মেহেরপুর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক মো: তাজুল ইসলাম এ রায় ঘোষণা করেন। দণ্ডপ্রাপ্ত যুবক মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার চাঁদপুর গ্রামের আবদাল হকের ছেলে শাকিল হোসেন।

মামলার এজাহারে জানা গেছে, ২০২৫ সালের ১৬ জুন গাংনী উপজেলার চাঁদপুর গ্রামে অভিযুক্ত শাকিল হোসেন একই গ্রামের ৯ বছর বয়সী এক শিশুকে কৌশলে একটি পাটক্ষেতে ডেকে নিয়ে ভয়ভিতি দেখিয়ে ধর্ষণ করে।

এ ঘটনায় গাংনী থানায় শিশুর পিতা বাদি হয়ে একটি মামলা দায়ের করেন। মামলার তদন্ত শেষে তদন্তকারী কর্মকর্তা আদালতে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। মামলায় সাক্ষ্য-প্রমাণ ও শুনানি শেষে অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় আসামি শাকিল হোসেনকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন আদালত।

একইসঙ্গে তাকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়।

মামলায় রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের পিপি মোস্তাফিজুর রহমান তুহিন এবং আসামী পক্ষে মারুফ আহমেদ বিজন আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করেন।

রাষ্টপক্ষের আইনজীবী মোস্তাফিজুর রহমান তুহিন বলেন, মাত্র ২৯ কার্যদিবসে ধর্ষণ মামলার রায় ঘোষণা করা হলো। আমরা রায়ে সন্তোষ্ট।

` সুজন বন্ধু’ কেন্দ্রীয়

আহ্বায়ক নির্বাচিত হলেন মেহেরপুরের পলাশ

সুজন – সুশাসনের জন্য নাগরিক এর সহযোগী অঙ্গ সংগঠন ও তারুণ্যের প্ল্যাটফর্ম সুজন বন্ধু-এর কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটির আহ্বায়ক নির্বাচিত হয়েছেন মেহেরপুরের তরুণ সমাজকর্মী ফিরোজ আহম্মেদ পলাশ।

গত শুক্রবার অনুষ্ঠিত এক অনলাইন সভায় সাবেক সুজন বন্ধু আহ্বায়ক মোস্তাফিজুর রহমান স্বজলের সভাপতিত্বে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন, সুজনের অফিস স্টাফ স্বজল কোরায়েশি এবং The Hunger Project Bangladesh-এর ট্রেনিং ইউনিটের তুহিন আফসারি।

সভায় দেশের ১০টি অঞ্চলের আঞ্চলিক প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। পরে তাদের মতামতের ভিত্তিতে ফিরোজ আহম্মেদ পলাশকে কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। প্রতিনিধিরা জানান, তরুণ নেতৃত্ব, সাংগঠনিক দক্ষতা এবং দীর্ঘদিনের সামাজিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ততার কারণেই তাকে এ দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

জানা গেছে, ফিরোজ আহম্মেদ পলাশ ২০১৪ সাল থেকে বিভিন্ন সামাজিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থেকে সমাজসেবা ও মানবিক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছেন। দেশের বিভিন্ন সংকটকালীন সময়ে তিনি স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। করোনাকালীন সময়েও তিনি অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। এছাড়া ২০২৪ সালের ভয়াবহ বন্যার সময় খাদ্যসামগ্রী নিয়ে বন্যাকবলিত মানুষের কাছে পৌঁছে সহায়তা করেছেন।

তিনি পূর্বে The Hunger Project Bangladesh-এর অঙ্গ সংগঠন ইয়ূথ এন্ডিং হাঙ্গার বাংলাদেশের মেহেরপুর জেলা কো-অর্ডিনেটর, যশোর অঞ্চলের আঞ্চলিক সমন্বয়কারী এবং জাতীয় ফোরামের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়াও তিনি বসুন্ধরা শুভসংঘ-এর মেহেরপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক এবং Democracy International-এর মেহেরপুর জেলা কমিটির সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন।

সামাজিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি তিনি দীর্ঘদিন ধরে রক্ত সংগ্রহ ও

অসুস্থ রোগীদের রক্ত সংকট নিরসনে কাজ করে যাচ্ছেন। স্থানীয় বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকে মানবিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার কারণে তিনি এলাকায় “মানবতার ফেরিওয়ালা” হিসেবেও পরিচিত।

নবনির্বাচিত আহ্বায়ক ফিরোজ আহম্মেদ পলাশ জানান, সুজন বন্ধু হলো সুজন – সুশাসনের জন্য নাগরিক-এর তরুণদের প্ল্যাটফর্মভিত্তিক একটি অরাজনৈতিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। এই সংগঠনের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং জেলা পর্যায়ের ইউনিটগুলোকে সংগঠিত ও নেতৃত্বদানের মাধ্যমে তরুণদের সামাজিক উন্নয়ন, সুশাসন ও মানবিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার জন্য কাজ করবেন।

তার এ অর্জনে মেহেরপুর জেলার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও তরুণ সমাজের মাঝে আনন্দ ও গর্বের অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছে।

ইটের দেয়াল- ভাঙ্গা সমাজ: এলোমেলো ভাবনা

আমাদের জাতিগত ভাতৃত্ববোধ প্রায় বিলীন। আমরা কেউ কাউকে দেখতে না পারা, একে অপরের প্রতি বিনাকারণে বিদ্বেষ, হিংসা অবজ্ঞা, ইগো। তার চেয়ে আমি বড়, তাকে টেনে ধরা, না পারলে একটু খোচা দিয়ে দেয়া। এগুলো আমাদের হাড় মাংসের সঙ্গে মিশিয়ে যাচ্ছে।

আমরা কোথায় যাচ্ছি?

প্রশ্নটা সহজ। উত্তরটা কঠিন। আসলে উত্তরটা আমরা জানি — শুধু মুখে আনতে চাই না।

প্রতিদিন সকালে চা হাতে নিয়ে ফোনের স্ক্রিনে চোখ রাখি। একটা খবর — কোথাও ধর্ষণ হয়েছে। আরেকটা — কেউ খুন হয়েছে। তৃতীয়টা — কোটি টাকার ঘুষ। চতুর্থটা — দুই দলের সংঘর্ষে আহত পঞ্চাশ।

চা-টা শেষ হয়। আমরা উঠে পড়ি। দিন শুরু হয়।

এটাই ভয়ংকর। খবরগুলো আর আমাদের থামায় না। আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি — অন্যায়ের সাথে, অবিচারের সাথে, মানুষের কষ্টের সাথে।

অনুভূতি মরে গেলে সমাজও মরে যায়।

ধর্ষণ — শুধু অপরাধ নয়, আমাদের ব্যর্থতার আয়না

একটা মেয়ে রাস্তায় বের হয়। মাথায় থাকে হিসেব — কোন পথে গেলে নিরাপদ, কখন ফিরলে বিপদ কম, কী পরলে কেউ কিছু বলবে না।
এই হিসেবটাই অসভ্যতার প্রমাণ।

ধর্ষণের খবর আসে, মানুষ উত্তেজিত হয়, মোমবাতি জ্বলে, ফেসবুকে ঝড় ওঠে — তারপর সব শান্ত। আসামি জামিনে বের হয়, মামলা ঝুলে থাকে, ভুক্তভোগী পরিবার সমাজের চাপে চুপ হয়ে যায়।

আমরা রাগ দেখাই, বিচার চাই — কিন্তু শিকড়ে হাত দিতে চাই না।

শিকড় হলো — ছেলেকে ছোটবেলা থেকে শেখানো হয়নি সম্মান করতে। শেখানো হয়নি “না” মানে “না”। শেখানো হয়েছে ক্ষমতা দেখাতে, আধিপত্য বিস্তার করতে।

ধর্ষকের জন্ম হয় না — তৈরি হয়। আমাদের চারপাশের পরিবেশ, সংস্কৃতি, নীরবতা তাকে তৈরি করে।
ঘুষ — যে পাপ আমরা স্বাভাবিক ভেবে নিয়েছি

হাসপাতালে গেলে ডাক্তার দেখাতে টাকা। থানায় গেলে অভিযোগ লিখতে টাকা। জমির কাগজ করতে টাকা। সন্তানকে স্কুলে ভর্তি করতে টাকা।

এই টাকাগুলোর কোনো রসিদ নেই। কোনো হিসেব নেই। শুধু আছে একটা অলিখিত নিয়ম — দিতে হবে।
সবচেয়ে ভয়ংকর কথা হলো — আমরা আর এটাকে অন্যায় মনে করি না। বরং যে ঘুষ না দিয়ে কাজ করাতে পারে সে বোকা। যে ঘুষ নেয় সে চালাক।

মূল্যবোধ উল্টে গেছে।

ঘুষ শুধু টাকার লেনদেন নয়। এটা একটা সমাজের আত্মার বিকিকিনি। যেদিন সৎ মানুষ হাসির পাত্র হয় আর দুর্নীতিবাজ সম্মানের আসনে বসে — সেদিন বুঝতে হবে সমাজের ভেতরটা পচে গেছে।

হানাহানি — আমরা ভুলে গেছি একই মাটির মানুষ

একসময় গ্রামে কারো বিপদ হলে পাড়া ছুটে আসত। এখন পাশের বাড়িতে কী হচ্ছে জানি না। জানতেও চাই না।
রাজনীতির নামে ভাই ভাইয়ের বুকে ছুরি দেয়। দলের নামে প্রতিবেশী প্রতিবেশীর ঘর জ্বালায়। ধর্মের নামে মানুষ মানুষকে পিটিয়ে মারে। আর আমরা ফোনে ভিডিও করি।

ভ্রাতৃত্ব এখন শুধু বক্তৃতায়। ঈদের দিন কোলাকুলিতে। বাকি তিনশো চৌষট্টি দিন আমরা একে অপরের শত্রু।
কোথায় হারিয়ে গেল সেই মানুষ — যে অপরিচিত পথিককে বাড়িতে তুলে খাওয়াত? যে নিজে না খেয়ে প্রতিবেশীর থালায় তুলে দিত?
কেন এই অধঃপতন?

এক কথায় উত্তর নেই। তবে কিছু সত্য আছে যা আমরা এড়িয়ে চলি —

পরিবার ভেঙে গেছে। বাবা ব্যস্ত, মাও ব্যস্ত। সন্তান একা, ফুফু চাচা মামা খালা চিনে না ওরা, ওদের আদরও পায় নি তারা। নৈতিকতার প্রথম পাঠশালা যখন ধ্বংস — বাকি সব আপনিই ভাঙে।

শিক্ষা শুধু সার্টিফিকেট হয়ে গেছে। মানুষ তৈরির কারখানা হওয়ার বদলে স্কুল হয়েছে চাকরির সিঁড়ি। নীতি নেই, মূল্যবোধ নেই, শুধু নম্বর আছে।

জবাবদিহিতা নেই। অন্যায় করে পার পেয়ে যাওয়া যায় — এই বিশ্বাস যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন অন্যায় থামে না, বাড়ে।
আমরা প্রতিবাদ করতে ভুলে গেছি। চুপ থাকাটাকে বুদ্ধিমানের কাজ মনে করি। কিন্তু অন্যায়ের সামনে নীরবতা আসলে সম্মতি।
তবু আশা আছে

সব অন্ধকার নয়।

এখনো কিছু শিক্ষক আছেন যারা বেতনের চেয়ে বেশি ভালোবাসেন ছাত্রকে। এখনো কিছু তরুণ আছে যারা ঘুষ না দিয়ে লড়াই করে। এখনো কিছু মানুষ আছে যারা বিপদে পাশে দাঁড়ায় — ক্যামেরা ছাড়া, ফেসবুক পোস্ট ছাড়া।

এই মানুষগুলোই প্রমাণ — আমরা সম্পূর্ণ হারিয়ে যাইনি।

কিন্তু এই ভালো মানুষগুলোকে আরো সাহসী হতে হবে। আরো সরব হতে হবে। কারণ নীরব ভালো মানুষের চেয়ে সরব খারাপ মানুষ সবসময় বেশি ক্ষতি করে।

পরিবর্তন রাষ্ট্র আনবে না। রাজনীতিবিদ আনবে না। পরিবর্তন আনতে হবে আমাকে, আপনাকে।
নিজের ঘর থেকে শুরু করুন।

সন্তানকে শেখান সম্মান করতে। ঘুষ দিতে অস্বীকার করুন — একবার, দুইবার, বারবার। অন্যায় দেখলে চুপ না থেকে একটা কথা বলুন। পাশের মানুষটার খোঁজ নিন।

এটুকুই যদি পারি — সমাজটা একটু হলেও বদলাবে।

আমরা যে সমাজ গড়ছি, সেই সমাজেই আমাদের সন্তান বড় হবে। তাদের জন্য কী রেখে যাচ্ছি — সেটা ভাবার সময় এখনই।

হতাশা আর দুশ্চিন্তায় স্বজনরা, থানায় অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার পুরাতন মটমুড়া গ্রামের আকাশ উদ্দিন নামের এক আদম ব্যবসায়ীর লোভনীয় ও মিথ্যা প্রলোভনে পড়ে সৌদি আরবে গিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন গাংনী উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের ৭ যুবক।

সৌদির আকামাসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না থাকায় একটি ঘরে আটক অবস্থায় রয়েছেন তারা। সারাদিনে একবার খাবার পেলেও পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের কোনো মাধ্যম নেই। সৌদি আরবের বিভিন্ন স্থান থেকে পৃথক পৃথক ভিডিও বার্তায় তারা তাদের কষ্টের কথা জানিয়েছেন।

খোঁজখবর না পেয়ে স্বজনরাও এখন দিশেহারা। আদম ব্যবসায়ী মটমুড়া গ্রামের নাসির উদ্দিনের ছেলে আকাশ উদ্দিনের বিরুদ্ধে গাংনী থানা ও পুলিশ সুপারের কাছে লিখিত অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগীদের পরিবার। শনিবার দুপুরে গাংনী থানায় এসে অভিযোগ করেন তারা।

অভিযোগে জানা গেছে, আরামদায়ক কাজ, ভালো বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার মিথ্যা প্রলোভনে গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামের বিদ্দুসের ছেলে লিংকন, জাহিদুল ইসলামের ছেলে সজিব,

আনারুল ইসলামের ছেলে বাসারুল ইসলাম, কোদালকাটি গ্রামের সেলিম রেজার ছেলে তাইমুদ্দিন, সিন্দুরকোটা গ্রামের আজগর আলীর ছেলে শুরুজ আলি, মটমুড়া গ্রামের নাইম ও জিনারুল ইসলামসহ অনেক যুবককে সৌদি আরবে নিয়ে যান পুরাতন মটমুড়া গ্রামের নাসির উদ্দিনের ছেলে আকাশ উদ্দিন।

সিন্দুরকোটা, কোদালকাটিসহ বিভিন্ন এলাকা থেকে ৭ মাস আগে প্রত্যেকের সঙ্গে সাড়ে ৫ লাখ টাকায় চুক্তি করে ৯ যুবককে সৌদি আরবে নিয়ে যান আকাশ। সেখানে নিয়ে গিয়ে তাদের একটি ঘরে আটকে রাখা হয়। পরে ওই যুবকদের পরিবারের কাছে আরও ৫০ হাজার টাকা দাবি করেন আকাশ। সন্তানের কষ্ট দেখে প্রত্যেক পরিবার আবারও ৫০ হাজার টাকা করে দেন। সেই টাকা নিয়ে সৌদি আরব থেকে দেশে ফিরে আসেন আকাশ।

ভুক্তভোগী পরিবারগুলোর অভিযোগ, আকামাসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ঠিক করে কাজে লাগানোর কথা থাকলেও সাত মাস পার হয়ে গেলেও আজ পর্যন্ত তাদের কোনো কাজ দেয়নি দালাল আকাশ। এখন পরিবারের সদস্যরা ছেলেদের খোঁজ নিতে আকাশের বাড়িতে গেলে তিনি তাদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন এবং বিদেশে মেরে ফেলার হুমকি দেন।

ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যরা জানান, তাদের সন্তানরা এখন বিদেশের মাটিতে বোতল কুড়িয়ে বিক্রি করে জীবনযাপন করছেন। বিভিন্ন গোপন স্থান থেকে ভুক্তভোগী ৭ যুবক ভিডিও পাঠাচ্ছেন পরিবারের কাছে। দালালের লোকজন তাদের একটি ঘরে আটকে রেখে দিনে একবেলা খাবার দিচ্ছে। তারা এখন মানবেতর জীবনযাপন করছেন।

সন্তানের ছবি বুকে নিয়ে কাঁদছেন মা-বাবা ও স্বজনরা। তারা নিজেদের সন্তানদের চুক্তিমতো কাজ ও ভালো বেতন নিশ্চিত করার পাশাপাশি মানব পাচারকারী আকাশ দালালের বিচার দাবি করেছেন। গত শনিবার গাংনী থানায় পৃথকভাবে অভিযোগ করেন ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যরা। এছাড়া মেহেরপুরের পুলিশ সুপারের কাছেও অভিযোগ দেওয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে আকাশ উদ্দিন বলেন, “তাদের আমি বিদেশে পাঠিয়েছি। আমি সৌদি আরবে ছিলাম, এখন বাড়িতে চলে এসেছি। তবে তারা কষ্টে নেই। চুক্তি অনুযায়ী তাদের তিন মাসের আকামা করে দিয়েছি।”

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) উত্তম কুমার জানান, পাঁচজন ভুক্তভোগী থানায় এসে আকাশ নামের এক আদম ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করেছেন। ভুক্তভোগীদের আবেদনের বিষয়টি গুরুত্বের

সঙ্গে দেখা হবে।

মেহেরপুরের পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায় বলেন, বিদেশে নিয়ে যেসব যুবকদের হয়রানি করা হচ্ছে, তাদের পরিবার অভিযোগ দিলে ভুক্তভোগীদের সর্বাত্মক সহায়তা দেওয়া হবে।

প্রতিভা অন্বেষণে জাতীয় পর্যায়ে তৃতীয় মেহেরপুরের সাব্বির

মেহেরপুর সরকারি কলেজের শিক্ষার্থী ও রোভার সদস্য মোঃ সাব্বির হোসেন জাতীয় পর্যায়ের “প্রতিভা অন্বেষণ” প্রতিযোগিতায় মূকাভিনয় বিভাগে তৃতীয় স্থান অর্জন করেছেন।

তিনি ধারাবাহিকভাবে জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে প্রথম স্থান অধিকার করে জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণের সুযোগ পান। পরে জাতীয় পর্যায়ে কৃতিত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জনের মাধ্যমে মেহেরপুর জেলা ও খুলনা বিভাগকে গৌরবান্বিত করেন।

সাব্বির হোসেন মেহেরপুর সরকারি কলেজের একাদশ শ্রেণির মানবিক বিভাগের শিক্ষার্থী এবং কলেজ রোভার দলের সক্রিয় সদস্য। তার এই অর্জনে শিক্ষক, সহপাঠী ও শুভানুধ্যায়ীরা আনন্দ প্রকাশ করেছেন।

তিনি মেহেরপুর সদর উপজেলার স্টেডিয়াম পাড়ার বাসিন্দা। তার পিতা জালাল উদ্দিন ও মাতা রেশমিন আক্তার।

সাব্বির বলেন, “ভবিষ্যতেও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে আরও ভালো কিছু করার চেষ্টা চালিয়ে যেতে চাই। সবার দোয়া ও সহযোগিতা কামনা করছি।”

[redacted]

[redacted]

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক এবং বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

সভায় এপেক্স ক্লাব অব মেহেরপুরের ২০২৬ সালের নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়। এতে সভাপতি হিসেবে জুলফিকার আলী ভুট্টো এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে মইনুল ইসলাম মিন্টু নির্বাচিত হন। পরে সংগঠনের সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করান ডিজি-০৬ এর গভর্নর রফিকুল আলম বকুল।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জাতীয় সভাপতি আবু নাঈম মোঃ মাকসুদুর রহমান এপেক্স বাংলাদেশের ইতিহাস, কার্যক্রম ও সাংগঠনিক পরিচালনা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি বলেন, এপেক্স সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে এবং সুনাগরিক গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিশেষ করে শিক্ষকদের সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, শিক্ষকদের অংশগ্রহণে সংগঠনের কার্যক্রম আরও গতিশীল হবে। পাশাপাশি সমাজের কম সুবিধাপ্রাপ্ত মানুষের কল্যাণে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।

মেহেরপুরে শিশু রামিসার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ছাত্রদলের নীরবতা পালন

মেহেরপুর সদর উপজেলা ছাত্রদলের উদ্যোগে শিশু রামিসার প্রতি শ্রদ্ধা জানানো এবং ন্যায়বিচারের দাবিতে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ শিশু রামিসার মৃত্যু/ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও দ্রুত ন্যায়বিচারের দাবি জানান। তারা বলেন, এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে দোষীদের দ্রুত আইনের আওতায় আনতে হবে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা ছাত্রদল নেতা লাবলু মিয়া, পৌর ছাত্রদল নেতা মোঃ নাসিম রানা বাঁধন ও শেখ আবিশেখ বাপ্পি। এছাড়া

পিরোজপুর ইউনিয়ন ছাত্রদল নেতা আরাফাত, ইমন, সাজু প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগরে পশু জবাই ও চামড়া সংরক্ষণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

পবিত্র ঈদুল আজহা-২০২৬ উপলক্ষে মেহেরপুরের মুজিবনগরে পশু জবাই ও কোরবানির পশুর চামড়া সঠিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণ বিষয়ক বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার (২৩ মে) উপজেলা প্রশাসন, মুজিবনগরের আয়োজনে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশিক্ষণ কর্মশালায় মূল প্রশিক্ষক হিসেবে সেশন পরিচালনা করেন উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. হারিছুল আবিদ এবং ভেটেরিনারি সার্জন ডা. সৈয়দ সাকিবুল হাসান।

প্রশিক্ষণে বক্তারা বলেন, প্রতি বছর অসচেতনতা এবং সঠিক নিয়মে চামড়া না ছাড়ানো ও সংরক্ষণ না করার কারণে দেশের বিপুল পরিমাণ চামড়া নষ্ট হয়ে যায়, যা জাতীয় অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য কোরবানির পশু জবাইয়ের পর দ্রুত ও সঠিক পদ্ধতিতে চামড়া ছাড়ানো এবং লবণ দিয়ে প্রাথমিক সংরক্ষণের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়।

প্রশিক্ষকরা বলেন, চামড়া ছাড়ানোর সময় যেন কোনোভাবেই চামড়া কেটে না যায়, সে বিষয়ে কসাই ও সংশ্লিষ্টদের সতর্ক থাকতে হবে। এছাড়া চামড়া ছাড়ানোর ৩ থেকে ৪ ঘণ্টার মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ লবণ প্রয়োগ করে সংরক্ষণ করতে হবে, যাতে ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণে চামড়া নষ্ট না হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তারা উপস্থিত ইমাম ও মাদ্রাসা সুপারদের প্রতি আহ্বান জানান, তারা যেন জুমার খুতবা ও বিভিন্ন ধর্মীয় সভায় চামড়া

অপচয় রোধ এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করেন। একই সঙ্গে কোরবানির বর্জ্য যেখানে-সেখানে না ফেলে দ্রুত অপসারণে গ্রাম পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসনকে সহযোগিতা করার আহ্বান জানানো হয়।

প্রশিক্ষণার্থীরা এ সময়োপযোগী উদ্যোগের প্রশংসা করেন এবং অর্জিত জ্ঞান মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়নের প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

খার ফাইট নাইট-০৯ এ দাপুটে জয় মেহেরপুরের হুসাইন কবিরের

রাজধানীর তেজগাঁওয়ে এনটিভি স্টুডিওতে গত ২২ মে ২০২৬ অনুষ্ঠিত হয়েছে দেশের অন্যতম জনপ্রিয় ও মর্যাদাপূর্ণ মিক্সড মার্শাল আর্ট (এমএমএ) আসর “খার ফাইট নাইট-০৯”।

দেশের শীর্ষ ফাইটারদের অংশগ্রহণে জমে ওঠা এই আসরের মূল লড়াইয়ে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখিয়ে বিজয় অর্জন করেছেন হুসাইন কবির, যিনি ক্রীড়াঙ্গনে “দ্য মনস্টার” নামে পরিচিত।

বাংলাদেশের এমএমএ অঙ্গনে ধীরে ধীরে নিজের শক্ত অবস্থান তৈরি করেছেন হুসাইন কবির। দীর্ঘ পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও আত্মবিশ্বাসের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে তার এই সফল যাত্রা।

এমএমএ-তে তার পথচলার শুরু বাল্যবন্ধু ও আন্তর্জাতিক স্বর্ণপদকজয়ী ফাইটার মঞ্জুর আলমের অনুপ্রেরণায়। শুরুর দিকে মঞ্জুর আলমের কাছ থেকেই তিনি প্রাথমিক অনুশীলন ও বিভিন্ন কৌশল শিখতেন। পরবর্তীতে মঞ্জুর আলম আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বর্ণপদক অর্জন করলে সেটিই হুসাইন কবিরের জীবনে বড় অনুপ্রেরণা হয়ে ওঠে। সেই অনুপ্রেরণাকে শক্তি হিসেবে নিয়েই তিনি শুরু করেন নিজের এমএমএ ক্যারিয়ার।

হুসাইন কবির ও মঞ্জুর আলম দুজনই মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার গাড়াবাড়ীয়া গ্রামের সন্তান। ছোটবেলা থেকেই একসঙ্গে বেড়ে ওঠা দুই বন্ধুর স্বপ্নও ছিল একই। বর্তমানে তারা গ্রামের গর্ব হিসেবে

পরিচিত। দেশ ও দেশের বাইরে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদক অর্জনের মাধ্যমে তারা গ্রাম তথা দেশের নাম উজ্জ্বল করছেন।

২০১৮ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে নিয়মিত অনুশীলন শুরু করেন হুসাইন কবির। অল্প সময়ের মধ্যেই তার পরিশ্রমের ফল মিলতে শুরু করে। ২০১৯ সালের ৩০ জানুয়ারি তিনি ক্যারিয়ারের প্রথম জাতীয় স্বর্ণপদক অর্জন করেন। একই বছরের ৬ ডিসেম্বর ভারতে অনুষ্ঠিত “ওপেন এশিয়া চ্যাম্পিয়নশিপ”-এ অংশ নিয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়েও স্বর্ণপদক জয় করেন।

এরপর ২০২০ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি আবারও জাতীয় পর্যায়ে স্বর্ণপদক অর্জন করেন। একই বছরের ২৮ ফেব্রুয়ারি “ইন্ডিয়া বনাম বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়নশিপ ট্রফি”-এর মূল লড়াইয়ে অংশ নিয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়েও সাফল্য পান।

২০২৩, ২০২৪ ও ২০২৫ সালেও জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় ধারাবাহিক সফলতা ধরে রাখেন তিনি। তবে এই সময়ে কয়েকবার ভিসা জটিলতার কারণে আন্তর্জাতিক লড়াইয়ে অংশ নিতে না পারা তার ক্যারিয়ারের বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। তবুও থেমে যাননি হুসাইন কবির। নিয়মিত অনুশীলন ও প্রস্তুতি চালিয়ে গেছেন দৃঢ় মনোবল নিয়ে।

সবশেষে গত ২২ মে অনুষ্ঠিত “খার ফাইট নাইট-০৯”-এর মূল লড়াইয়ে অংশ নিয়ে আবারও নিজের সামর্থ্যের প্রমাণ দেন তিনি।

এদিনের বহুল প্রতীক্ষিত মূল লড়াইয়ে হুসাইন কবির মুখোমুখি হন আরাফাত ওসমানের। শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ও কৌশলী লড়াইয়ের মাধ্যমে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে নেন তিনি। শক্তিশালী ঘুষি, দ্রুত গতির মুভমেন্ট ও উন্নত মার্শাল আর্ট কৌশলের মাধ্যমে পুরো ম্যাচজুড়ে প্রতিপক্ষকে চাপে রাখেন।

ম্যাচটি ছিল আরও একটি কারণে বিশেষ। এটি ছিল কামরাঙ্গীরচর হাবিব’স এমএমএ একাডেমি এবং মিরপুর উশু অ্যান্ড এমএমএ একাডেমির মধ্যকার সম্মানজনক লড়াই। ব্যান্টামওয়েট (৬১ দশমিক ২ কেজি) ক্যাটাগরিতে নিজ নিজ একাডেমির প্রতিনিধিত্ব করেন দুই ফাইটার।

প্রথম রাউন্ড থেকেই ম্যাচে ছিল তীব্র উত্তেজনা। ধারাবাহিক আক্রমণ ও কার্যকর কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে হুসাইন কবির প্রতিপক্ষকে কোণঠাসা করে ফেলেন এবং পুরো ম্যাচজুড়ে আধিপত্য বজায় রাখেন। শেষ পর্যন্ত দাপুটে পারফরম্যান্স ধরে রেখে জয় নিশ্চিত করেন তিনি।

ক্রীড়াপ্রেমীদের মতে, এই জয়ের মাধ্যমে দেশের এমএমএ অঙ্গনে নিজের অবস্থান আরও সুদৃঢ় করেছেন হুসাইন কবির “দ্য মনস্টার”।